গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

নম্বর: ৪৬.০০.০০০০.০৬৪.১৬.০৯৯.১৯ (অংশ-১)-৫৬৭

তারিখ: ০৩ আষাঢ় ১৪৩৩ / ১৭ জুন ২০২৬

বিষয়ঃ দেশের ৩৩০টি পৌরসভার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত ডাম্প ইয়ার্ড নির্মাণের জন্য পৌরসভার নিকটবর্তী এলাকায় প্রয়োজনীয় খাস জমি বরাদ্দ প্রদান।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গত ০৭ জুন ২০২৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য এবং দূষণমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে উচ্চ পর্যায়ের একটি সভায় মাননীয় মন্ত্রী এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়কে সকল স্টেকহোল্ডারদেরকে নিয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য অনুশাসন প্রদান করেন।

০২। সে প্রেক্ষিতে গত ১১ জুন ২০২৬ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী এসাথে সংযুক্ত করা হল (সংযুক্তি-১)। উক্ত সভায় পৌরসভাসমূহের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

"দেশের ৩৩০টি পৌরসভার মধ্যে যে সকল পৌরসভায় ডাম্পিং স্টেশন নেই, সে সকল পৌরসভার বর্জ্য ডাম্পিং স্টেশন স্থাপনের জন্য পৌরসভার মধ্যে/নিকটবর্তী স্থানে কম দূষণ ও কম ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় প্রয়োজনীয় খাস জমি বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং খাস জমি বরাদ্দ চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত আপতত: বর্জ্য ডাম্পিং এর জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে এক সনা বন্দোবস্তের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট খাস জমি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করতে হবে।"

০৩। এমতাবস্থায়, (ক) দেশের ৩৩০টি পৌরসভার মধ্যে যে সকল পৌরসভায় ডাম্পিং স্টেশন নেই, সে সকল পৌরসভার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে শহরের নিকটবর্তী কম জনবসতিপূর্ণ এলাকায় ডাম্প ইয়ার্ড নির্মাণের লক্ষ্যে উপযুক্ত খাস জমি চিহ্নিতকরণপূর্বক পৌরসভার অনুকূলে প্রাথমিকভাবে বাৎসরিক লীজ প্রদানের ব্যবস্থাকরণ ও পরবর্তীতে স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। এবং

(খ) এ বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহন করে ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে এ বিভাগ-কে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: ০৫(পাঁচ) পাতা।

(আশফিকুন নাহার, পিএইচডি)
উপসচিব
ফোন-০২-২২৩৩৫৫৫৭২
e-mail: lgpaura2@lgd.gov.bd

জেলা প্রশাসক (সকল)।

অনুলিপিঃ

১. অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
৩. প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৪. যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. পরিচালক, স্থানীয় সরকার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় (সকল)।
৬. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. উপসচিব (পৌর-১ শাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. প্রশাসক, (সকল) পৌরসভা (**সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের সাথে পরামর্শ করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো**)।
১০. উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (সকল)।
১১. সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. সিস্টেম এনালিস্ট, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

G/Drive/manik/Letter

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪৬.০০.০০০০.০০০.১০৭.৯৯.০০০৩.২৬-৫৫৩

তারিখ: ০১ আষাঢ় ১৪৩৩ / ১৫ জুন ২০২৬

বিষয়: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন মোতাবেক ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের দুই পাশের বর্জ্য অপসারণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন মোতাবেক ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের দুই পাশের বর্জ্য অপসারণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে ১১ জুন ২০২৬ তারিখে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

১৫/০৬/২০২৬

(মোঃ রবিউল ইসলাম)
উপসচিব
ফোন: ০২-২২৩৩৫৩৬২৫
ই-মেইল: lgcc1@lgd.gov.bd

বিতরণ-কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। জনাব এস.এম. রফিকুল ইসলাম বাচ্চু, এমপি, গাজীপুর-৩ (শ্রীপুর), গাজীপুর।
২। জনাব ডাঃ মাহ্‌বুবুর রহমান লিটন, এমপি, ময়মনসিংহ-৭ (ত্রিশাল), ময়মনসিংহ।
৩। জনাব ফখর উদ্দিন আহমেদ, এমপি, ময়মনসিংহ-১১ (ভালুকা), ময়মনসিংহ।
৪। প্রশাসক, ঢাকা উত্তর/গাজীপুর/ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন।
৫। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ... সিটি কর্পোরেশন (সংশ্লিষ্ট সকল)।
৮। যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-৩ অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৯। জেলা প্রশাসক, ... জেলা (সংশ্লিষ্ট সকল)।
১০। উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-২/পৌর-১/পৌর-২/নগর উন্নয়ন-২ শাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
১১। প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা উত্তর/গাজীপুর/ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন।
১২। প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর/গাজীপুর/ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন।
১৩। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা জোন, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ সার্কেল, ময়মনসিংহ।
১৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...উপজেলা (সংশ্লিষ্ট সকল)।
১৬। প্রশাসক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ... পৌরসভা (সংশ্লিষ্ট সকল)।
১৭। পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা/নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী, ... পৌরসভা/উপজেলা (সংশ্লিষ্ট সকল)।

অনুলিপি-সদয় জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
২। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
৩। প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা
www.lgd.gov.bd

বিষয়ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন মোতাবেক ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের দুই পাশের বর্জ্য অপসারণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: মীর শাহে আলম, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
তারিখ ও সময়	: ১১ জুন ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার, বেলা ১২.০০ ঘটিকা
স্থান	: সচিবের সম্মেলন কক্ষ, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা
সভার উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। জনাব মীর শাহে আলম, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ০৭ জুন ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার অনুশাসন মোতাবেক ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের দুই পাশের বর্জ্য অপসারণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে আজকের সভার আয়োজন করা হয়েছে। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের দুই পাশের ময়লা আবর্জনা দ্রুত পরিস্কার করতে হবে। শ্রীপুর, ভালুকা, ত্রিশাল পৌরসভাকে প্রয়োজনীয় ইকুপমেন্ট প্রদান করা হবে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন যে, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ২ পাশে বর্জ্য ময়লা বিনা ব্যর্থতায় স্বল্প সময়ের মধ্যে অপসারণপূর্বক বৃক্ষরোপণ ও সৌন্দর্যবর্ধণের জন্য সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন , পৌরসভা ও সড়ক ও জনপথ-কে যৌথভাবে কাজ করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন বাস্তবায়নে পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশনের ডাম্পিং এর গ্রাউন্টসমূহের কি অবস্থা, কি কি সাপোর্ট লাগবে তা সভায় উপস্থাপনের জন্য সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ মহোদয় সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত আহবান করেন।

২. সভায় প্রশাসক, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন জানান যে, মগবাজার থেকে বনানী পর্যন্ত ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাভূক্ত। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এই অংশের বর্জ্য অপসারণসহ সৌন্দর্যবর্ধণে কাজ করছে। বনানী রেল ক্রসিং থেকে আব্দুল্লাপুর পর্যন্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত। এই রাস্তাটি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর হতে স্থানান্তর করলে তখন সিটি কর্পোরেশন ময়লা আবর্জনা পরিস্কার, বর্জ্য অপসারণ, সৌন্দর্যবর্ধণে কাজ করতে পারবে। এয়ারপোর্ট এলাকায় বৃষ্টি হলে জলাবদ্ধতা হয়। কারণ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর পরিস্কার, ময়লা অপসারণের কাজ করে না। বনানী রেল ক্রসিং থেকে আব্দুল্লাপুর পর্যন্ত জায়গা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনকে দেয়ার বিষয়ে পূর্বে একটা MoU হয়েছিল। সে প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর জানান যে, বিমানবন্দর এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। বিআরটি প্রকল্পের কাজ চলছে। বনানী রেল ক্রসিং থেকে আব্দুল্লাপুর পর্যন্ত সড়কে ময়লা ও আবর্জনা থাকলে জানানোর জন্য তিনি অনুরোধ করেন। বিআরটি প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে উক্ত জায়গা ডিএনসিসিকে হস্তান্তর করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। আপাতত বৃক্ষরোপন, সৌন্দর্যবর্ধন, জলাবদ্ধতার দায়িত্ব ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনকে দিতে হবে মর্মে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়।

৩। প্রশাসক, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন জানান যে, টঙ্গী থেকে গাজীপুর শিববাড়ী পর্যন্ত মহাসড়কে সড়ক ও জনপথ বিভাগের কাজ চলমান। বিআরটি কাজ শেষ হলে ঐ জায়গা সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে হস্তান্তর গাজীপুর সদর উপজেলার একটি ইউনিয়ন পরিষদের বর্জ্য সংগ্রহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। ঢাকা-ময়মনসিংহ রাস্তার গাজীপুর মহানগরীর বাহিরে সদর উপজেলার অংশ শ্রীপুর উপজেলার সীমানা পর্যন্ত গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন সৌন্দর্য বর্ধন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, টংগীবাজার উপরের ফ্লাইওভার অর্থাৎ তুরাগ নদীর উত্তর পাড় থেকে উপরে নিচে থেকে শুরু করে শ্রীপুর সীমান্ত পর্যন্ত হাইওয়ে রোডে অবস্থিত বি আর টি প্রকল্পের যাবতীয় স্থাপনা সহ সৌন্দর্য বর্ধন পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম গাজীপুর সিটি করপোরেশনের অধীনে পরিচালিত হওয়া সমীচীন মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন। এছাড়া, ঢাকা -ময়মনসিংহ রোড ,গাজীপুর-টাঙ্গাইল রোড, গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে শিববাড়ি মোড় এবং ষ্টেশন রোড থেকে পুবাইল রোডে এল ই ডি

লাইটের মাধ্যমে আলোকায়নের ব্যবস্থা ও সৌন্দর্য বর্ধন গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন করবে মর্মে সভায় আলোচনা হয়। ঢাকা-ময়মনসিংহ ও গাজীপুর-টাংগাইল রোডের মিডিয়ামে সবুজায়ন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহ যাবতীয় কাজ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন সম্পাদন করবে। ঢাকা ময়মনসিংহ রোডের জলাবদ্ধতা নিরসনে গাজীপুর সিটি করপোরেশন উদ্যোগ গ্রহন করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ঢাকা- ময়মনসিংহ, গাজীপুর-টাঙ্গাইল রোড, গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে শিববাড়ি ও টংগী ষ্টেশন রোড থেকে পুবাইল রোডে মিডআইল্যান্ড সমুহে সৌন্দর্যবর্ধন সহ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও নাগরিক সেবার জন্য যাবতীয় স্থাপনা তৈরি করতে হবে।

৪। মাননীয় সংসদ সদস্য, গাজীপুর-৩ (শ্রীপুর) সভায় জানান যে, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক হতে প্রায় ১১ কি.মি পশ্চিমে গাজীপুর ইউনিয়নের নিজ মাওনা গ্রামে প্রায় ৩০ একর সরকারী খাস জমি রয়েছে। পৌরসভার স্থায়ী কোন ডাম্পিং ষ্টেশনের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত সে জমি ব্যবহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উক্ত উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নে প্রায় ৩.৫ একর সরকারী খাস জমি রয়েছে, যা বর্তমানে বে-দখল অবস্থায় আছে। উক্ত জমি দখল মুক্ত করে একই ভাবে অস্থায়ী ডাম্পিং ষ্টেশন হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। স্থায়ী ভাবে সু-শৃঙ্খল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ০৩(তিন)টি স্থান নির্বাচিত করা হয়েছে। উক্ত ০৩(তিন)টি স্থান অধিগ্রহণের মাধ্যমে যথাযথ অবকাঠামো নির্মাণ করে স্থায়ী ডাম্পিং ষ্টেশন করা হবে মর্মে সভায় জানান।

৫। প্রশাসক, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন জানান যে, ত্রিশাল এর সীমানা শেষ হওয়ার পর থেকে ৮ থেকে ৯ কিলোমিটার সিটি কর্পোরেশনের বাহিরে। এই জায়গাটির ময়লা আবর্জনা পরিস্কার, প্রয়োজনীয় সৌন্দর্যবর্ধণে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন কাজ করবে। পাশাপাশি উপজেলা ও পৌরসভার ময়লা আবর্জনাও যেন ডাম্পিং ষ্টেশনে রাখা যায়। সে জন্য খাস/জমি অধিগ্রহণ করে ডাম্পিং ষ্টেশন স্থাপন করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।

৬। মাননীয় সংসদ সদস্য, ময়মনসিংহ-১১ (ভালুকা) মহোদয় সভায় জানান যে, ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলার মেহেরাবাড়ী মৌজায় মোট ৩.১৯ একর খাস জমি এবং তার পাশে অবস্থিত ব্যক্তি মালিকানাধীন মোট ৫.১৮ একর জমিসহ সর্বমোট ৮.৩৭ একর জায়গায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্ট স্থাপনের প্রস্তাব সভায় উপস্থাপন করেন। জমি অধিগ্রহণের ব্যয় ও জটিলতা এড়াতে একই মৌজার পার্শ্ববর্তী ৪৮৭ দাগের ৫.৪৩ একর খাস জমির সাথে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি গুলো এওয়াজ বদল করে সহজেই জমির প্রাপ্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে মর্মে সভাকে জানান। উল্লেখ্য, প্রস্তাবিত সকল জমি পতিত, কান্দা বা নামা শ্রেণির। এই জমিগুলোতে কৃষি কাজ ব্যতীত অন্য আর কোন স্থাপনা নেই। প্রস্তাবিত জমিতে প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে টেকনিক্যাল টিম এর সহযোগিতায় বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। একই সাথে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্টের জমি প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়। প্রস্তাবিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্টের খুবই সন্নিকটে ঢাকা-ময়মনসিংহ হাইওয়ে, ভালুকা পৌরসভা এবং হবিরবাড়ী ইউনিয়ন অবস্থিত। এর পূর্বে কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলা এবং ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলা অবস্থিত। পশ্চিমে টাঙ্গাইলের সখিপুর উপজেলা এবং উত্তরে ত্রিশাল ও দক্ষিণে গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলা অবস্থিত। অর্থাৎ প্রস্তাবিত প্ল্যান্টটি নিঃসন্দেহে আশেপাশে সকল এলাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তবে সকল এলাকা হতে প্ল্যান্ট পর্যন্ত বর্জ্য পরিবহনের সুবিধার্তে প্ল্যান্টের আশেপাশের সকল সংযোগ সড়ক দ্রুততম সময়ে প্রয়োজনীয় মেরামত, নির্মাণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে প্রাক্কলন প্রস্তুতপূর্বপক প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদানে আশ্বস্ত করা হয়। প্রস্তাবিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্টের অবস্থান ভালুকা পৌরসভা হতে আনুমানিক ২ কি.মি দূরে ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত। তবে ইউনিয়ন পর্যায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কোন জনবল বা অভিজ্ঞতা না থাকায় প্রস্তাবিত প্ল্যান্টের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে প্ল্যান্ট ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব ভালুকা পৌরসভাকে হস্তান্তর করা হবে। ভালুকা উপজেলায় অবস্থিত ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের সকল ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার রাখার স্বার্থে পৌর এলাকার সীমানার বাহিরের সকল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ভালুকা পৌরসভা পালন করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ও জনবলের চাহিদা মেটাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ ও যন্ত্রাংশ স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একই সাথে ভালুকা উপজেলার অবশিষ্ট ইউনিয়নের ময়লা আবর্জনা পরিষ্কারের স্বার্থে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ও জনবলের চাহিদা মেটাতে ভালুকা পৌরসভায় স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ ও যন্ত্রাংশ প্রদানের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।

৭। কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও সবুজ নগরায়ন নিশ্চিত করতে এবং ঢাকা-ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পরিবহনের চাপ সামাল দিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ৮ লেনে উন্নীত করা প্রয়োজন মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়।

প্রয়োজনীয় জরিপ করে মাষ্টারবাড়ী, সীডস্টোর এবং ভালুকা বাসস্ট্যান্ডে তিনটি ওভারপাস নির্মাণের মাধ্যমে এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মাণ, হাইওয়ের পাশে সড়ক ও জনপথের অধিগ্রহণকৃত জমিতে অবৈধ স্থাপনা ও দখলমুক্ত রাখা নিশ্চিত করতে মহাসড়কের উভয়পাশে সার্ভিস লেন, পায়ে হেঁটে চলাচলের জন্য ওয়াকওয়ে, রিক্সা বা অটো রিক্সা বা থ্রী হুইলার যেন মহাসড়কে না উঠে নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে সে কারণে পৃথক লেন দ্রুততম সময়ে স্থাপনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ নিবেন মর্মে সভায় একমত পোষণ করা হয়। এছাড়াও প্রয়োজনীয়তা যাচাই পূর্বক সংশ্লিষ্ট এলাকার উপযুক্ত স্থানে যাত্রী ছাউনী, পাবলিক টয়লেট, ডাস্টবিন, অটো/ মাইক্রো/ ট্রাক স্ট্যান্ড, ড্রেনেজ সিস্টেম, ফাঁকা জায়গায় বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে সবুজায়ন নিশ্চিতের সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণের মতামত ব্যক্ত করেন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি।

৮। মাননীয় সংসদ সদস্য, ময়মনসিংহ-৭ (ত্রিশাল) জানান যে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ত্রিশাল রোড ৪ লেন হলেও ২টি লেন ময়লা আবর্জনা ফেলে বন্ধ করে রাখা হয়, সার্ভিস রোড নেই। ডাম্পিং স্টেশন স্থাপন করে ময়লা আবর্জনা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ করে ডাম্পিং স্টেশন স্থাপন করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। পৌরসভায় প্রয়োজনীয় জনবল ও যানযন্ত্রপাতির প্রস্তাব এ বিভাগে প্রেরণ করার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

৯। ঢাকা ময়মনসিংহ হাইওয়ের ২ পাশের শ্রীপুর, গাজীপুর, ভালুকা ও ত্রিশাল, ময়মনসিংহ উপজেলার যে সকল এলাকা সংশ্লিষ্ট পৌরসভা এলাকার বাইরে ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে রয়েছে, সে সকল এলাকার রাস্তার ২ পাশের বর্জ্য অপসারণ ও সৌন্দর্যবর্ধণে নিকটবর্তী পৌরসভাসমূহ দায়িত্ব পালনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

১০। স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন সকল পৌরসভাসমূহে ডাম্পিং স্টেশন স্থাপনের জন্য কম দূষণ এবং কম ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় খাস জমি বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক সহায়তা প্রদান করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।

১১। শ্রীপুর পৌরসভা, ত্রিশাল পৌরসভা ও ভালুকা পৌরসভার আওতাধীন এলাকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বৃক্ষরোপন, সৌন্দর্যবর্ধন, জলাবদ্ধতা নিরসনে কাজ করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় ইকুপমেন্ট প্রদান করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত পৌরসভায় জনবল এবং প্রয়োজনীয় ইকুপমেন্ট না পাওয়া পর্যন্ত ভাড়া করে কাজ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং অর্প সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ চেয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র দেয়ার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। স্থানীয় এমপি মহোদয়গণ তাদের নিজস্ব পৌরসভাসমূহ হাইওয়ে রোড সংলগ্ন স্থানসমূহ পৌরসভায় নেয়ার বিষয়ে মতামত দেন। পৌরসভার সীমানা বর্ধিত করার ক্ষেতে এমপি মহোদয়গণ যদি প্রস্তাব প্রেরণ করেন তাহলে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় মতামত ব্যক্ত করেন।

১২। **বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:**

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	সিটি কর্পোরেশনসমূহ তাদের সীমানার মধ্যে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের দুইপাশের বর্জ্য সংগ্রহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং সৌন্দর্যবর্ধণের কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করবে;	ঢাকা উত্তর/ গাজীপুর/ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন
২.	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের (জিসিসি) সীমানার বাইরে ময়মনসিংহ সড়কে গাজীপুর সদর উপজেলার একটি ইউনিয়ন পরিষদের বর্জ্য সংগ্রহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও সৌন্দর্যবর্ধণ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনকে করতে হবে।	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
৩.	ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ত্রিশাল পৌরসভার পরের যে অংশ ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্ভুক্ত, সে অংশটির বর্জ্য সংগ্রহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও সৌন্দর্যবর্ধণ ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনকে করতে হবে।	ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন
৪.	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ও ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনসহ সকল সিটি কর্পোরেশনকে বর্জ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় যান-যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী জরুরী ভিত্তিতে ক্রয়ের জন্য আলাদা আলাদাভাবে ডিপিপি প্রস্তুতপূর্বক এ বিভাগের দাখিল করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন (সকল)

৫.	পৌরসভাসমূহ তাদের সীমানার মধ্যে বর্জ্য সংগ্রহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ের দুইপাশের সৌন্দর্যবর্ধণের কাজ স্বল্প সময়ের মধ্যে শুরু করবে এবং তা চলমান রাখবে।	শ্রীপুর/ভালুকা/ত্রিশাল পৌরসভা
৬.	শ্রীপুর, ভালুকা ও ত্রিশাল পৌরসভার আওতাভুক্ত মাননীয় সংসদ সদস্যগণের সাথে আলোচনা করে খাস জমি লীজ নিয়ে ডাম্পিং স্টেশন স্থাপন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট পৌরসভার প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক
৭.	ঢাকা ময়মনসিংহ হাইওয়ের ২ পাশে শ্রীপুর উপজেলা, গাজীপুর; ভালুকা ও ত্রিশাল উপজেলা, ময়মনসিংহ জেলার যে সকল এলাকা সংশ্লিষ্ট পৌরসভা এলাকার বাইরে ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে রয়েছে, সে সকল এলাকার রাস্তার ২ পাশের বর্জ্য অপসারণ ও সৌন্দর্যবর্ধণে নিকটবর্তী পৌরসভাসমূহ দায়িত্ব পালন করবে।	প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/শ্রীপুর/ভালুকা/ত্রিশাল পৌরসভা
৮.	শ্রীপুর, ভালুকা ও ত্রিশাল পৌরসভায় প্রয়োজনীয় জনবল, যান-যন্ত্রপাতির পরিমানসহ একটি কর্মপরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় বাজেট এর প্রস্তাব এ বিভাগে দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।	শ্রীপুর/ভালুকা/ত্রিশাল পৌরসভা
৯.	যে সকল পৌরসভায় ডাম্পিং স্টেশন রয়েছে, তবে যোগাযোগের সমস্যা রয়েছে সে সকল ডাম্পিং স্টেশনে যাওয়ার রোড প্রশস্তকরণের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি'র নিকট প্রেরণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট পৌর প্রশাসক
১০.	দেশের ৩৩০টি পৌরসভার মধ্যে যে সকল পৌরসভায় ডাম্পিং স্টেশন নেই, সে সকল পৌরসভার বর্জ্য ডাম্পিং স্টেশন স্থাপনের জন্য পৌরসভার মধ্যে/নিকটবর্তী স্থানে কম দূষণ ও কম ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় প্রয়োজনীয় খাস জমি বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং খাস জমি বরাদ্দ চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত আপততঃ বর্জ্য ডাম্পিং এর জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে এক সনা বন্দোবস্তের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট খাস জমি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করতে হবে।	প্রশাসক, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট উপজেলা/ জেলা প্রশাসক, সকল
১১.	২ (দুই) মাস পর পুনরায় ফলো আপ সভার আয়োজন করতে হবে।	নগর উন্নয়ন-২ শাখা

১৩. আলোচনা শেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৫/৬/২৬

মীর শাহে আলম, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয়